রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১১-আইন/২০১৯।—নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৬, ধারা ২০ ও ২১ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। সংক্ষিপ্ত **শিরোনাম**।—(১) এই বিধিমালা 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ';

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ আইনের ধারা ২০ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(ঙ) "সচিব" অর্থ কর্তৃপক্ষের সচিব।

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **তহবিলের উৎস**।—আইনের ধারা ২০ এর বিধান সাপেক্ষে, তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক মঞ্জুরি;

(খ) আইনের অধীন আদায়কৃত ফি ও চার্জ হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) দরপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ, মেলা বা কোন বিশেষ দিবস উপলক্ষে স্টল বরাদ্দ বা অনুরূপ কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) স্যুভেনির ও প্রচারণা সামগ্রিতে বিজ্ঞাপন বা স্পন্সরশীপ বাবদ বা অনুরূপ কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ, লাভ বা মুনাফা; এবং

(চ) আইনের অধীন আরোপিত জরিমানা হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। **তহবিল পরিচালন**।—(১) কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে, নিম্নবর্ণিত যে কোনো উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে, যথা :—

(ক) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ্যাডভোকেসি (advocacy) কার্যক্রমের অংশ হিসাবে টিভি ফিলার, টিভি বা বেতার ট্রেইলার বা নিউজলেটারের মাধ্যমে প্রচারের ব্যয় নির্বাহ;

(খ) সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টক-শো ইত্যাদি আয়োজনসহ পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা, প্যাম্ফলেট, হ্যান্ডবিল বা অনুরূপ কোনো খাতে ব্যয় নির্বাহ;

(গ) খাদ্য পণ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়;

(ঘ) তদারকি, পরিবীক্ষণ বা অনুরূপ কোন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি ও টেস্ট কিট, মোবাইল ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক বা অনুরূপ কোনো দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের ব্যয়;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের পক্ষে মামলা দায়ের এবং উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়;

(চ) বাজেটের অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের সদস্য এবং কর্মকর্তাগণের দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার বা কর্মশালায় অংশগ্রহণজনিত ব্যয়;

(ছ) কারিগরি কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির সদস্যগণের সম্মানী, সভায় অংশগ্রহণের জন্য ভাতা ও অন্যান্য ভাতাদি সংক্রান্ত ব্যয়; এবং

(জ) খাদ্যপণ্য সংক্রান্ত গবেষণা, উন্নয়ন, ঝুঁকি প্রতিরোধ, বিপত্তি নিরসন সংক্রান্ত কোনো ব্যয়।

(২) তহবিলের অর্থ চেয়ারম্যান এবং সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করিতে হইবে।

৫। **তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরী**।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত খাতে সচিব তহবিল হইতে অর্থ মঞ্জুরীর আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী মঞ্জুরী আদেশের অর্থ একাউন্ট পেয়ী চেক বা ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নগদ অর্থে প্রদান করা যাইবে।

(৩) দৈনন্দিন জরুরি কার্যক্রম নিষ্পত্তিকল্পে কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্কের টাকা নগদ গচ্ছিত রাখিতে পারিবে।

৬। **আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী বিন্যাস**।—(১) কর্তৃপক্ষের সকল আয় ও ব্যয় পৃথকভাবে খাতওয়ারী বিন্যাস করিতে হইবে।

(২) সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রতিটি হিসাবের খাতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৭। **বার্ষিক বাজেট**।—কর্তৃপক্ষ বার্ষিক বাজেট বিবরণী প্রস্তুতক্রমে সরকারের নিকট পেশ করিবার সময় উক্ত বাজেট বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ সন্নিবেশ করিবে, যথা :—

(ক) বেতন ও বেতনক্রমসহ কর্মচারীদের নাম ও পদের তালিকা এবং বেতন-ভাতা বাবদ বার্ষিক প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ;

(খ) চলমান অর্থ-বৎসরের জন্য প্রাপ্ত বাৎসরিক মঞ্জুরি এবং উহার সম্ভাব্য ব্যয় ও উদ্বৃত্তের বিবরণী;

(গ) বাজেটের কোন খাত বা উপখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দের বা ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে উহার যৌক্তিকতা;

(ঘ) চলমান অর্থ-বৎসর বা পরবর্তী ৩ (তিন) অর্থ-বৎসরে কোনো খাতে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে উহার কারণ সম্বলিত ব্যাখ্যা; এবং

(ঙ) সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের যৌক্তিকতা।

৮। **সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রত্যর্পণ**।—প্রত্যেক অর্থ বৎসরে উহার সকল ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষ চলমান কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখিয়া সরকারের নিকট হইতে মঞ্জুরী হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের অব্যয়িত অংশ, যদি থাকে, সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহাবুদ্দিন আহমদ
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd